তারিখ 22 OCT 2015
পৃষ্ঠা … কলাম …

দৈনিক
ইত্তেফাক

শেকৃবি ভিসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষক আন্দোলন

■ নিজামুল হক

নিয়োগ বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি ও বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ তুলে নেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাদাত উল্লার বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত কমিটি এসব অভিযোগের সত্যতাও পেয়েছে। এর প্রেক্ষিতে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে তদন্ত কমিটি। তদন্ত রিপোর্ট জমা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায়।

ইউজিসি জানিয়েছে, উপাচার্যের বিভিন্ন খামখেয়ালিপনা সিদ্ধান্তের কারণে ভিসি ও প্রো-ভিসির নেতৃত্বে শিক্ষকরা দুভাগে বিভক্ত। ফলে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভিসির বিরুদ্ধে অনিয়ম প্রমাণের পর ভিসিকে সতর্ক করা বা অন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা, প্রাপ্যতার বাইরে যে অর্থ উত্তোলন করেছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমাদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তদন্ত রিপোর্টে।

আগামী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত ডিগ্রি গ্রহণকারীদের অংশ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এই সমাবর্তনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকবে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, বর্তমান ভিসির নেতৃত্বে হওয়া সমাবর্তনে অংশ নেয়া থেকে তারা বিরত থাকবেন। এ নিয়ে একাধিক সভাও করেছেন শিক্ষার্থীরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেছেন, ভিসির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়া হলে আন্দোলনে নামবেন তারা। তারা বলেন, অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ কারণে একের পর এক অনিয়ম ও দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। অতীতের সকল অনিয়ম এবং দুর্নীতিরও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা চান শিক্ষকরা। তবে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে দেয়া বক্তব্যে ভিসি তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ইত্তেফাককে বলেন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম হয়েছে এমন খবর আমিও জেনেছি। এ বিষয়ে ইউজিসি প্রতিবেদন দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।